টেলিফোন

গনেশ ভট্টাচার্য

রাত একটা। বিভাস চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। এখনচারপাশ খুব নীরব। লাইটপোস্টের দু - একটা আলো ছাড়া আর সবনিঝুম। দিনের বেলা ঐ জায়গাগুলোই কত সচল থাকে। পুকুরঘাটে কতমানুষ স্নান করে, কাচে। আর এখন ! রাত এবং অন্ধকার, আর অন্ধকারেরভিতর থেকে বেরিয়ে আসা এক অপার্থিব আলো পুকুরের উপরে, চারধারে
উপুড় হয়েআছে, বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে কেমন নিস্তেজ হয়ে আসে স্নায়ু। এখনরাত একটা। ছবিটা একটু আগেই শেষহয়েছে। টিভি-র স্যুইচ অফ করে মশারি সবে টাঙিয়ে নিয়েছে বিভাস।বিছানার বাইরে এসেছে। তারপর দাঁড়িয়েছে জানালার পাশে। এরপর বাথমেযাবে, মুখে-চোখে জল দিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিতে হবে, তারপর শুলে ঘুমটা জমবেভাল। শুয়ে পড়ার পরেও মশারির মধ্য দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়েথাকা ওর অভ্যাস। কখন ঘুম ওকে কব্জা করে নেয়, ও জানতে ও পারে না, বুঝতেওপারে না। আজও সেইরকমই হবে ভাবতে ভাবতে এগচ্ছিল বাথমের দিকে, ঠিকতখনি রাতের নিস্তব্ধতাকে টুকরো টুকরো করে বেজে উঠলটেলিফোন। পাশের ঘরে শুয়ে সেরিব্রাল - আক্রান্ত বাবা, বিভাস দৌড়েগিয়ে রিসিভার তুলল, বাবার যেন ঘুম না ভেঙে যায় !

---হ্যালো।

---কে, বিভাস ? আমি জহরদা বলছি।

---হ্যাঁ বলুন,এত রাতে ! শব্দগুলো ওর মুখ থেকে কিছু নাজানিয়েই বেরিয়ে এল।

---তোমাদেরবাড়িতে---একটু ইতস্তত ভাব পরিস্কার বোঝা গেল জহরদার বলায় --তোমাদের বাড়িতে ... মানে, সব ঠিক আছে তো !

---কেন বলুনতো ?

---না, মানে,একটু আগে আমাদের এখনে টেলিফোন--আসলে, তোমার দিদিই টেলিফোনটাধরেছিল, ওকে বোধহয় কিছু বলেনি, আমিধরতেই বলল, উত্তরপাড়া থোক সুবিমল বলছি, আধঘন্টা আগে বিভাসের বাবা মারাগেছে... আর আমিওহঠাৎ আপসেট হয়ে গিয়ে ওকে বলে ফেলেছি খবরটা, ও তো বিশাল কান্নাকাটিজুড়েছে, বুঝতেই পারছো, এত রাতে... তারপর মনে হল তোমাদের বাড়িতে একটা ফোন করি ! তা, দেখছি, কিছুই তো হয়নি ! কে করল বলতো এরকম একটা টেলিফোন,এত রাতে...

বিভাস খুবক্লান্ত স্বরে বলল, বুঝতে পারছি না জহরদা, কেউ একজন ... শুধুআপনার ওখানে নয়, বড়দির বাড়িতেও একদিন...

---কই আগেতো বলোনি !

---না, আমরাআসলে ব্যাপারটা খুব সিরিয়াসলি নিইনি। ভেবেছি কেউ একজন ইয়ারকিকরছে।

---না, বিভাস,এত রাতে ফোন করে কেউ ইয়ারকি করে না।

নিজেরকণ্ঠস্বরের ভিতরে বিভাস যেন ডুবে যেতে থাকে--তাই তো মনে হচ্ছে, এখন আর ঘটনাটা হালকাভাবে নিতেপারছি না।

কখন অনেক কিছুবলতে বলতে জহরদা ফোন রেখে দেয়,আর বিভাসও । মাথার ভিতর থেকে আর সব কিছু সরে গিয়ে ঝনঝন করেবাজতে থাকে টেলিফোনটা। জহরদাকে যেটা বলেনি, সেটা হল, কয়েকদিন আগেওর মাওস্কুল থেকে ফিরে এসে এরকম একটা টেলিফোন পেয়েছিলেন, সেই ফোনেএসেছিল মায়ের জামাইবাবুর মৃত্যুর খবর। তিনিও হ ার্টের গী, স্বভাবতইকিছুক্ষুণের জন্য মারাত্মক চঞ্চল হয়ে পড়েছিলেন মা। অথচ, একটু পরেইকিরকম সন্দেহ হওয়ায় রিং ব্যাক করেছিলেন নিজের দিদির বাড়িতে। ফলাফলএকই, কিছুই হয়নি। এবার কিন্তু ঘটনাটাকে আর হালকাভাবে ভাবতে পারছেনা বিভাস। বিছানায় শুয়ে শুয়েও ভাবছে। অন্যদিন শুলে ঘুম এসে যায়, আরএকান্ত ঘুম না এলে একমনে শম্প ার কথা ভাবে ও। শম্পার মুখ, শম্পার চোখএবং সমস্ত শম্পা যেন নিজে এসে দাঁড়ায় ওর ভিতরে, ওর ভাবনার গাছ-প াতায়।

ঘুম কিছুতেই আসছিল না। বিভাস ভাবছিল, কেহতে পারে ? কে এরকম একটা অদ্ভুত ব্যাপার করারজন্য এত রাতে বেছে বেছে ওর আত্মীয়দের টেলিফোনেই এক ধরনেরখবরগুলো দিয়ে যাচ্ছে ? কে সে ? নিশ্চয়ই পরিচিত কেউ ! খুব পরিচিত কেউ ! কিন্তু কেন ? কে লেগেছে ওদের পিছনে, এভাবে ? বিভাস ভাবছিল, অথচ কোন কূলকিনারা ছিল না সেই ভাবনার।
পুলিশে খবরদেবে ? পুলিশ হয়তো হেসেই উড়িয়ে দেবে। ব্যাপারটা এমন কিছুগুত্বপূর্ণও হবে না তাদের কাছে, কেননা, এটা কোন খুনখারাবির কেস নয়,শুধু টেলিফোন করে করে ওদের মানসিক স্বাস্থ্য কেউ ভেঙে দিতেচাইছে, চাইছে ওদের পরিবারেভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে, কিন্তু কেন ?

গোয়ান্দা গল্পপড়তে ভালবাসে বিভাস, তবে কি কোন ডিটেকটিভ এজেন্সি কিংবা কোনপ্রাইভেট ডিটেকটিভের কাছে য াবেও ; কিন্তু সেসবের সুলুকসন্ধানজানা নেই ওর । গোয়েন্দা ব্যুরো বলেএকটা কথা শুনেছে বটে লালবাজার না কে াথায় আছে, কিন্তু তারাও কি খুব একটা পাত্তা দেবে এসব ব্যাপারে !

বিভাসের মনে হল, দরকার নেই, ও নিজেই কয়েকদিন খুবভাল করে লক্ষ্য করবে ওর পরিচিত লোকজনের চলাফেরা, কথাবার্তা ইত্যাদি। বুঝতে পারছে, এটা ওরপরিচিত কারই কাজ ! কিন্তু কে সে ?

টেলিফোনেওএকটা যন্ত্র লাগানো যায় শুনেছে ও, যেটা লাগালে কোথা থেকে টেলিফোন করাহচ্ছে বোঝা যাবে ; অবশ্য বোঝা গেলেই বা কী হবে ? যদি আলাদা আলাদা নম্বর হয় ! আলাদা আলাদা জায়গা থেকে ফোন করেকেউ কিংবা কয়েকজন মিলে ! একটা যড়যন্ত্রের গন্ধ নাকে এসে লাগছিলবিভাসের, রাত করে একটা যড়যন্ত্রের গন্ধ.. গন্ধটা শুঁকতে শুঁকতেই কখনঘুমিয়ে পড়েছিল। মনে হয়,বেশ কিছুক্ষণ । কয়েক ঘন্টা । টেলিফোনটাবাজছিল বিভাসের ঘুম ভা ঙিয়ে দিয়ে । উঠতে বাধ্য হল। রিসিভার আঁকড়ে--কে আপনি ? কি করে জানলেন, শম্পা আমাকে..
খট্ করে ওপ্রান্তে একটা শব্দ হল, আরতারপরেই এনগেজড্ টোন একটানা বাজছিল, রিসিভারটা কানে ধরে রেখেছিলবিভাস, ছেড়ে দেবার কথা ওর মনেই নেই।
তখন ভোরআসছে পৃথিবীতে। কিচিরমিচির পাখির ডাক শোনা যায়। এক স্নিগ্ধ আলোভেঙে দিচ্ছে অন্ধকার। কিন্তু, ম ানুষের মনের অন্ধকার বোধহয় কোন আলোইভাঙতে পারে না। একজনকে কষ্ট দিয়ে, দুঃখ বিব্রত করে আর একজন কেন যে আনন্দ পায়, কে জানে ! যেসব টেলিফোন আসছে, তার সঙ্গে অর্থ কিংবা অন্য কোন ব্যাপার জড়িত আছে, না কি কেউ এমনি - এমনিই ওদের বিরক্ত করছে, মিথ্যে খবর দিয়ে ভয় পাওয়াতেচাইছে ! বিভাস বুঝতে পারছে না, একদম বুঝতেপারছে না।

শম্পার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা পৃথিবীর খুব কম লোকইজানে। নিজের খুব কাছের বন্ধু অমিত ছাড়া আর কাউকে বলেনি। বলার মতোতেমন কিছুই নেইও। এখন ব্যাপারটা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ বিভাসের মনে। এমনওহতে পারে, এটা ওর

একতরফা, যদিওসম্পর্কটা না হলে দাণ ভেঙে পড়বে, কেননা, শম্পাকে ও সত্যিসত্যিইভালোবাসে।অথচ, এই লোকটা জানলো কীভাবে ? টেলিফোনটানিশ্চয়ই অমিত করছে না। এক অদ্ভুত দোটানার ঘুরছিল বিভাসের মন। ভাঙিয়েদেওয়া ঘুম আর এল না। বিছনা ছেড়ে উঠে পড়তে হল।
আরকিছুক্ষণ পরেই বিভাসের টেলিফোন চলে গেল অমিতের ঘরে।
---অমিত, শম্পাসম্পর্কে তোকে আমি যা বলেছি, আর কাকে বলিসনি তো !
---না, কিন্তুহঠাৎ তুই এরকম ভাবলি কেন ? আমি তো প্রতিজ্ঞা করেছি, আরকাকে বলবো না ! তুই তো জানিস, কথা দিলে আমি রাখতেভালোবাসি।
অমিত সাধারণতকম কথা বলে, অথচ এখন অনেকগুলো কথা বলল। তার মানে, ওর মনে লেগেছেকথাটা ! তার মানে, ওর মনে, বিভাস সম্বন্ধেএকটু হলেও বিরাগজন্মালো। টেলিফোনটা সত্যিই ক্ষতি করছে বিভাসদের। কে করছেওটা ? এত অমোঘভাবে ? যাকে বুঝতে পারা যাচ্ছে না।
আবার সে খুবঅন্তরঙ্গ কথাও জানে বিভাসের ! আবার ওর মনে হল, খুব পরিচিত কেউএকজন। কিন্তু কে সে ?
বিভাসকম্প্যুটার শিখেছে, একট া স্কুলও খুলেছে। সেখানে কম্প্যুটার শেখায়। এবংপ্রথমেই পার্টনারশিপে সমীরের সঙ্গে এরকম একটা ব্যবসা করতে গিয়েমার খেয়েছে। একটু ওদের স্কুলটা জমে উঠতেই সমীর সেই স্কুলকে একদমনিজের বলে দাবি করেছে এবং ওকে চলেযেতে বলেছে স্কুল ছেড়ে। সেজন্যক্ষতিপূরণ দিতে রাজি ছিল সমীর। অনেক মনোমালিন্য, দরকষাকষির পরেবিভাস ছেড়ে দিয়েছে স্কুল। হঠাৎ ওর মনে হল---আচ্ছা, ওটা সমীর নয়তো !
বিভাসওয়েবসাইট খুলেছিল। কম্প্যুটার স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকা সত্ত্বেও ওর কানে ত্রিংত্রিং করে বেজে চলেছিল একটা একটানা শব্দ। ব্যাপারটা এখন আর কোনভাবেইমাথা থেকে সরাতে পারছে না। বেশ সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠছে। পরিচিত লোক, বন্ধুদের সঙ্গে কথাবলার সময়, কাকে টেলিফোন করার সময় অতিরিক্ত সজাগ হয়ে উঠছে ওরদৃষ্টি এবং শ্রবণ। তীক্ষ্ণ চোখ এবং মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতেচাইছে প্রতিটি মানুষের চলাফেরা, বাক্যগুলো। ফলে বুঝতেপারছে, ও নিজেই কেমন অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে। আচ্ছা, গোয়েন্দাদের কীএরকমই হয় ! কোন কোন সাহিত্যিকের হয়, যেমন সমরেশবসুর একটা বইয়ে পড়েছিল, তিনি নাকি খুব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতেনমানুষকে। বিভাস এখন সত্যান্বেষীর মতো টেলিফোনের রহস্য জানার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

ফোন এখনওকরছে সেই রহস্যময় কণ্ঠস্বর। বিভাসদের পরিচিত বাড়িতে হঠাৎ হঠাৎ।কখনো গড়িয়ায়, কখনো জানবাজ ারে, কখনো রামরাজাতলায়। এই টেলিফোননম্বরগুলো লোকটা জানছে কী করে ? আজকাল টেলিফোনের দিকে তাক ালেকিরকম ভয় করে, একধরনের আতঙ্ক ওকে বেশ ভালভাবেই আঁকড়েধরতে চাইছে। ও কি কোথাও কারো টার্গেট এবং এভাবেই সে একটু একটু করে জাল গুটিয়ে আনছে ? প্রথমে মানসিকভাবে আতঙ্কিত করে তারপর শারীরিকভ াবে---মানে,স্লো পয়জনিং...কোন কোন মাফিয়াও নাকি এভাবেই খুন করতে ভালোবাসে !

ঘুমোতেঘুমোতে হঠাৎ জেগে ওঠে বিভাস। ভাবে, টেলিফোন বাজছে। অথচ কিছুই বাজে না।রিসিভার নিথর পড়ে থাকে ক্রেডেলের উপরে।
এখন টেলিফোনবাজছে। এই মুহূর্তে উঠে পড়ল বিভাস। টেলিফোনে রিং হচ্ছে। সুইচ টিপেআলো জ্বালাল, তারপর ঘড়ির দিকে তাকাল, রাত দুটো। তারপর ধীরপায়ে এগিয়ে রিসিভার তুলল।---হ্যালো !
---বিভাস,একটু আগে পাপিয়ার মাকে নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে।
---কেন, কিহয়েছে ? খুব শান্ত গলায় খবরটাকে বিশ্বাস নাকরে বিভাস বলল।
---মাথায়অ্যাটাক। ব্রেন হেমারেজ...
---ঠিক তো ! নাকি ইয়ারকি হচ্ছে...রাতের বেলায়...জুতিয়ে তোমার মুখ...খট্ করেএকটা শব্দ আর উত্তেজিত বিভ াসকে থামিয়ে টেলিফোনটা এনগেজড্ টোন। এতরাতে ! ও বিশ্বাস করছিল না। তবু রিং করলপাপিয়াদের বাড়িতে। পা পিয়া ওর মাসির মেয়ে। ধরল পাপিয়াই।

---আমি বিভাস।কি ব্যাপার, কিছু হয়েছে নাকি ?
---হ্যাঁরে,মাকে হঠাৎ নার্সিংহোমে ভরতি করতে হল।
উত্তেজনা চেপেরেখে বিভাস বলল, এখন কেমন ?
---একটুভালো। কয়েকদিন থাকতে হবে। ওরা টেষ্ট করে বলবে, তবে মনে হয় মাথায়কোনও হেমারেজ।
পাপিয়া নার্সিং-এর কাজ করে। তবে ওর নিজের শরীরও খুব ভালো নয়। খবরটা তাহলে সত্যি।এতদিনে টেলিফোনের একটা খবর ঠিক হল। এটা ভুয়ো নয়। মা অবশ্য একদিন বলছিলেন ---যে মৃত্যুর খবররটাচেছ, সে আসলে আমাদের বন্ধু, জানিসতো, জ্যান্ত মানুষের মৃত্যুর খবর রটালে তাঁর আয়ু বেড়ে যায়।
এক্ষেত্রেখবরটা নির্ভেজাল। বিভাস বলল, আমাদের জানাস নি কেন ?
---হঠাৎ হল। এতরাতে আর বলিনি। কাল সকালে জানাতাম। কিন্তু তুই জানলি কীভাবে ! কেউ তো জানে না, আমি আর মেজদা ছাড়া...
একটাটেলিফোনের ত্রিং ত্রিং শব্দ বিভাসের মাথার ভিতরে বাজতে শু করেছিল। ও বলল,সেই লোকটা...
পাপিয়া বলল,সে কী রে ! সে কি করে জানালো ? আমি আর মেজদা ছাড়া আর তো কেউ জানে না, বড়দা বৌদিও বাড়িতে নেই,সনাতনদারা রিক্সায় মাকে নার্সিংহোমে নিয়ে গেল। ফোন করে বলল, ভয়ের কিছু নেই...
বিভাস এক অবাকসমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তবে কী প্রদীপদা ! ভাবতে পারছিল না ও। কিছুতেই ভাবতে পারছিল না।
সকালেই পৌঁছলনার্সিংহোমে। ভিজিটিং আওয়ারে দেখা করল মাসির সঙ্গে ।প্রদীপদাও ছিল।নার্সিংহোমের বেডে শুয়ে মাসি বলল---মরেই যাচ্ছিলাম, বুঝলি বিভাস। ঠিক সময়েপ্রদীপ যদি নার্সিংহোমে না নিয়ে আসতো, আজ সকালেই হয়তো শুনতিস তোর মাসি... বলে মাসি বেশ হাসতেলাগলেন।---আজ প্রদীপের জন্য এ যাত্রা বেঁচে গেলুম রে, তেদের আরোকিছুদিন জ্বালাবো, বুঝলি !

প্রদীদাবলল---মা থামো তো, তোমাকে ডাক্তার কম কথা বলতে বলেছে না ! আর, কাল সারারাত যা টেনশন নার্সিংহেমেই কেটে গেল, বুঝলি বিভাস ! তোদের বাড়িতে যে জানাব, সেটাও হলনা। টেলিফোনে চেষ্টা করলাম, এন্‌গেজড্‌। কি ব্যাপার রে, অত রাতেফোন এন্‌গেজড্‌ থাকে কেন ? অবশ্য কম বয়সে...তোকে পেলে ভাল হতো,একটু জোর পেতাম, একা তো...যাই হোক, হয়ে গেল, এখন দেখা যাক, কী হয়,ডাক্তার তো বলছে, ডেঞ্জার পিরিয়ড কেটেছে, কি হবে কে জানে ?
---কখন ফোনকরেছিলে তুমি ?
---এই তখন ধর্‌রাত দুটো বাজে। একা একা টেনশন হচ্ছিল, ভাবলাম, তোকে একটা টেলিফোনকরি।
নার্সিংহোমেরবাইরে একটা বেশ সবুজ ঘাসের অনেকখানি জায়গা, সেখানে একটা গাছও আছে,সেদিকে তাকিয়েকেমন আবার অথৈ জলে পড়ে গেল বিভাস। কী বলবে ? কী বললে এই পর্যায়ে ঘটনাটাকে বোঝানো যায় ? কীবললে কিংবা কীকরলে টেলিফোন-অপরাধীকে এই মুহূর্তে ধরা যায় ? প্রদীপদা নিশ্চয়ই সব জানে, অথচ, এক্ষুনি যাবলছে, তার মধ্যে কোনমিথ্যা বা অস্বাভাবিক কিছু আছে বলেওমনে হচ্ছে না। তবে ?
একটা রহস্যময়টেলিফান ঝনঝন করে বেজে উঠেছিল ওর ভিতরে, যখন নামছিল লিফটে।প্রদীপদা নামেনি, তবে বিভাস লিফটে ওঠার আগে একবার তাকিয়েছিলপ্রদীপদার দিকে। মনে হল, প্রদীপদার ঠোঁটে ঝুলে আছেএকটুকরো হাসি, যা স্বাভাবিক নয়। সেই রহস্যময় কণ্ঠস্বরও কি প্রায়মিলছে না প্রদীপদার সঙ্গে ? কেন যেন বিভাসের মনে অপরাধী সম্পর্কে আর কোনও সন্দেহ ছিল না।তবু কোথাও একটা খট্‌কা, কোথাও একটা সুতো ছেঁড়ার পট করে শব্দ আরএকটা টেলিফোন বেজে যাচ্ছিল, বিভাস রিসিভার তুলল,
---হ্যালো...
---বিভাস, একটুআগেই...

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com